দেবদত্ত ফিল্মস্

রঙ্গী

88-36

মেগাফোন রেকর্ড

মেগাফোনের
রেকর্ড নাট্যগুলি অতুলনীয়

শ্রীমন্মথ রায় প্রণীত

খনা—
রামপ্রসাদ—
শকুন্তলা—
সিন্ধুবধ—

ভুপেন চক্রবর্ত্তীর

মেঘনাথ বধ—

শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

কংসবধ—
সীতাহরণ—
বভ্রুবাহন—

রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের

মানময়ী গার্লস স্কুল—

অপরেশচন্দ্রের

ফুল্লরা—
কর্ণার্জ্জুন—

বীরেন ভদ্রের

ভোট ভণ্ডুল—

বীরেন ঘোষ ও বিপন্নপালক বসু প্রণীত

পুজার দাবী

শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ বি এ, প্রণীত সম্পুর্ণ অভিনব রেকর্ড নাট্য

"কালাপাহাড়"

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

প্রত্যেক পালাটি শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ কর্ত্তৃক অভিনীত।

যে কোন একটী শুনিলেই মেগাফোনের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়িবে।

মেগাফোন :: কলিকাতা।

দেবদত্ত ফিল্মসের

প্রথম বাণী-চিত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের
অমর-অর্ঘ্য

রজনী

ভূমিকায়

চারুবালা	অমিয় গোস্বামী
রেণুকা রায়	ইলা দাস
অহীন্দ্র চৌধুরী	ছায়া দেবী
রবি রায়	বীরেন বল
মৃণাল ঘোষ	তারক বাগচী

ত্রিপুরা বন্দ্যোপাধ্যায়

— প্রয়োগ-শিল্পী —

শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুভ-উদ্বোধন
শনিবার
৮ই আগষ্ট
১৯৩৬

চিত্র-পরিবেশক
প্রাইমা ফিল্মস লিঃ
কলিকাতা

রূপবাণী

দর্শনী
এক আনা মাত্র

প্রাইমা ফিল্মসের
প্রচার সম্পাদক
শ্রীঅখিল নিয়োগী সম্পাদিত

দেবদত্ত ফিল্মস্

একমাত্র স্বত্বাধিকারী—

দেবদত্ত শীল

দেবদত্ত ফিল্মস্

বঙ্কিমচন্দ্রের - - - অমর-দান

রজনী

— দেবদত্ত ফিল্মসের — প্রথম বাংলা অর্ঘ্য

প্রয়োগ-শিল্পী ও চিত্র-নাট্যকার
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী প্রয়োগ-শিল্পী
কৃষ্ণ ভঞ্জ

আলোক চিত্র-শিল্পী—
গীতা ঘোষ
বি, ঘোষ

সহকারীগণ—
সুধীর বোস
গৌর দাস

শব্দ-যন্ত্রী—
সমর ঘোষ

সহকারীগণ—
চুনিলাল দাস
এম, এস, কুন্ন
রাধু দত্ত
পরেশচন্দ্র পাল

চিত্র-সম্পাদক—
ভোলানাথ আঢ্য

সহকারী—
রাজেন চৌধুরী

রসায়ণাগারাধ্যক্ষ—
বি, কর

*

সহকারীগণ—
ধীরেন দে
সুরেশ রায়

*

স্থির-চিত্র-শিল্পী—
মণি গুহ

*

সহকারী—
সমর রায়

*

কারু-শিল্পী—
এম, বর্ম্মা
এম, আর, এ, এস,

*

সহকারী—
এস, মাইতি

গীত-রচয়িতা—
কৃষ্ণধন দে এম-এ,

*

সুর-শিল্পী—
রামচন্দ্র পাল

*

প্রচার-শিল্পী—
বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

*

রূপ-সজ্জাকর—
মণি মিত্র

*

দৃশ্য-সজ্জাকর—
হরি পাল

*

ব্যবস্থাপক—
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সহকারী—
প্রমোদ রায় চৌধুরী

পরিচয়

রামসদয়	...	...	... রবি রায়
শচীন	...	...	... অমিয় গোস্বামী
হীরালাল	...	...	... অহীন্দ্র চৌধুরী
অমরনাথ	...	...	... মৃণাল ঘোষ
গোপাল	...	...	... বীরেন বল
ভৃত্য	...	...	... তারক বাগ্‌চী
			ইত্যাদি

রজনী	...	...	... চারুবালা
লবঙ্গলতা	...	...	... রেণুকা রায়
চাঁপা	...	...	... ইলা দাস
ঝি	...	...	... ছায়া দেবী
			ইত্যাদি

জলসা

[রচয়িতা—শ্রীকৃষ্ণধন দে এম্, এ]

তার দরশ লাগি মন ঝুরে গো, কোন দেশে তার ঘর ?
ও সই, কোন্ দেশে তার ঘর ?
বিহান্ বেলায় গাঙের জলে যায় সে বেয়ে না,
(তারে) আঁখির নেশায় দেখ্‌তে গিয়ে কাট্‌ল যে বেলা,
ও সই, কাট্‌ল যে বেলা !
কোন্ অচিন্ দেশে বসতি তার, বেসাতি তার কি যে !
তার বাঁশীর ধ্বনি শুন্‌তে আমার নয়ন গেল ভিজে,
ও সই নয়ন গেল ভিজে !
গাগরী-ভরণে এসে ভাসিল গাগরী
তারি সাথে পরাণ মম কে আজ নিল হরি !
ও সই কে আজ নিল হরি !
(আমি) তাহারে খুঁজিব ফিরে' দেশ দেশান্তর—
ও সই, কোন দেশে তার ঘর ?

—রাধারাণী।

(২)

নিশীথ রাতে একা জাগিয়া রহি,
মোর বুকের তলে কাঁদে কে গো বিরহী ?
মোর নিভিল আরতি-দীপ বরণ ডালায়,
মোর ফুলদল গেল ঝরি, মিলন মালায় !
মোর উথলে নয়ন-বারি বেদনা বহি,
নিশীথ রাতে একা জাগিয়া রহি !

—মৃণালকান্তি ঘোষ।

রজনী

(গল্পাংশ)

বড় বাড়ীতে ফুল যোগানো বড় দায় !

...কিন্তু যেতে হোল কাণা মেয়ে রজনীকে সেদিন বড় বাড়ীতে ফুল যোগাতে,... তার মায়ের অসুখ, তিনি ত আর যেতে পারবেন না !

কাণা মেয়ে রজনী! ফুল যোগাতে গিয়ে সে শচীন্দ্রের চোখে পড়্‌ল। শচীন্দ্র জমিদার রামসদয় বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলে, ডাক্তারী পড়েন।

শচীন্দ্র রজনীকে দেখ্‌লেন। দেখে মুগ্ধ হলেন।

রামসদয় বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতার সঙ্গে দেখা করে রজনী যখন ফিরে আস্‌ছে, শচীন্দ্র বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌লেন! লবঙ্গলতার অনুরোধে তিনি রজনীর চোখ পরীক্ষা করলেন।

অমন টানা টানা চোখ। শচীন্দ্র তার চিবুক ধরে চোখ তুলে ধরলেন। আঠারো বছরের মেয়ে রজনী সে স্পর্শে শিউরে উঠ্‌ল। শচীন্দ্র ধীরে ধীরে বল্‌লেন—"এ কাণা সার্‌বার নয়"। সে স্বর রজনীর কানে অমৃত বর্ষণ কর্‌ল। রজনী বাড়ী ফির্‌ল! কিন্তু···শচীন্দ্রের সে স্পর্শ, সে কণ্ঠস্বর সাথী হয়ে রইল তার স্বপন-জাগরণে!

রামসদয় বাবু তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতার সঙ্গে হাস্য-পরিহাস করছেন। কথা উঠ্‌ল কাণি ফুল-উলী রজনীর। তখন লবঙ্গ কাণির সঙ্গে তাদের সরকারের ছেলে গোপালের বিয়ের সম্বন্ধের কথা তুল্‌লেন।

হীরালাল হোল গোপালের শালা, চাঁপার ভাই। হীরালাল মদটা গাঁজাটা খায়, বক্তৃতাও করে, খবরের কাগজের সম্পাদকও এক সময় ছিল বটে।

একদিন রজনী আড়াল থেকে শুন্‌তে পেলে গোপালের সঙ্গে তার বিয়ে নাকি এক রকম ঠিক-ঠাক। সে ত অবাক্‌! মনের দুঃখে তার চোখ বেয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল, আর মনে পড়্‌ল শচীন্দ্রের কথা, তাঁর সেই মধুর স্পর্শ।

একদিন রজনী লবঙ্গকে বল্‌লে—সে বিয়ে করবে না! লবঙ্গ মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে গাল দিলে। শুধু শচীন্দ্রের কাছেই রজনী পেল সহানুভূতি!

গোপালের স্ত্রী চাঁপা স্বামীর আবার বিয়ের কথা শুনে রজনীর ওপর মর্ম্মান্তিক চটে গেল!

মতলব স্থির হো'ল। চাঁপা তার দাদা হীরালালকে পরামর্শ দিল যা'তে তার স্বামীর সঙ্গে রজনীর বিয়ে না হয়।

টাকার লোভে হীরালাল রজনীর বাবা রাজচন্দ্রের কাছে এসে বল্‌লে—সে রজনীকে বিয়ে করতে চায়! কিন্তু রাজচন্দ্র একটু ভেবে বল্‌লেন—কথাটা অনেকটা এগিয়েছে, এখন ফেরান মুস্কিল!

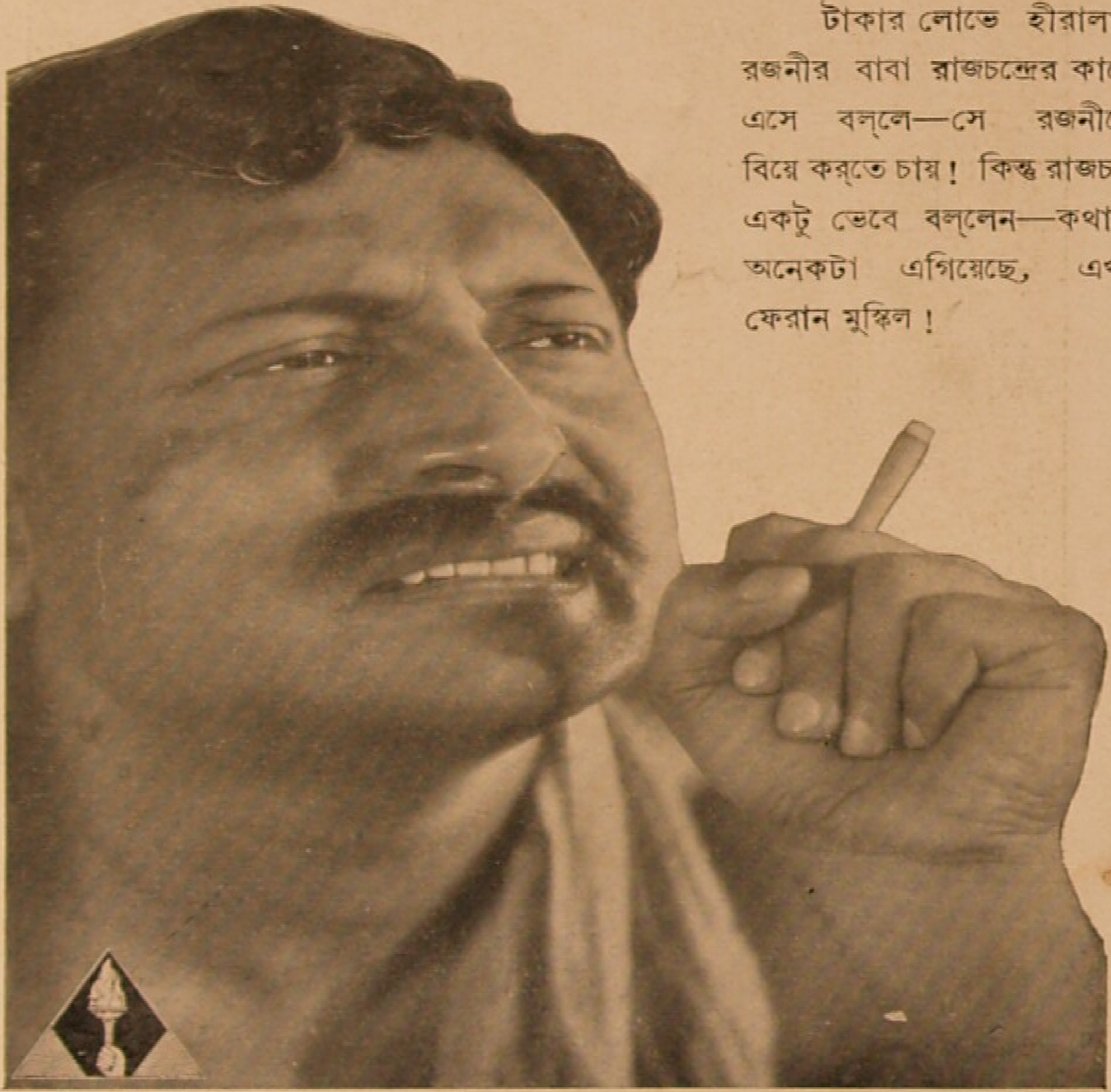

চাঁপা যখন শুন্‌ল, হীরালালের সঙ্গে রজনীর বিয়ে হতে পারে না,—সে গেল চটে ! ঠিক হোল হীরালাল রাত্রিতে তাকে নিয়ে চাঁপার বাপের বাড়ী রেখে আস্‌বে ।

নৌকা ক'রে যেতে যেতে রজনী হীরালালের দুরভিসন্ধি বুঝ্‌তে পার্‌লে । কিন্তু হীরালালের কু-প্রস্তাবে রজনী কোনক্রমেই রাজি হোল না । তখন পাপিষ্ঠ হীরালাল তাকে

নৌকো থেকে একটা চরের উপর নামিয়ে দিলে। রজনী তখন নিরুপায়! একাকিনী চরের উপর দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরে ধীরে জলে ডুবে মরতে গেল। তখন একটা জেলে তাকে সে যাত্রা বাঁচালো।

রজনীর রূপ-যৌবন দেখে জেলের মাথা ঘুরে গেল। এমন—সুন্দরী,—তার ওপর তাকে রক্ষা করবার কেউ নেই,—জেলে রজনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হোল। সহায়হীনার ক্রন্দন পৌঁছুল ভগবৎ-চরণে। ঈশ্বর-প্রেরিত হয়েই যেন অমরনাথ এলেন তার রক্ষাকর্ত্তারূপে!

অমরনাথবাবু ফিরছিলেন কাশী থেকে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। পথে এই কাণ্ড! অমরনাথবাবু প্রাণপণে রজনীকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিজে বড়ই আহত হলেন। তাঁকে অজ্ঞানাবস্থায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়ী নিয়ে যাওয়া হ'ল। সঙ্গে গেল রজনী!

রজনীর গোপনে গৃহত্যাগের কথা তখন চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। ঝি এসে বল্‌ল "কানির স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিলনা, সে বেরিয়ে গেছে।" লবঙ্গলতা ত চটেই আগুন! তিনি বল্‌লেন—"না, তা কখনই হোতে পারে না। রজনী ভ্রষ্টা নয়, তাকে সুন্দরী দেখে হয়ত কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

এদিকে হীরালালও এসে পৌঁছুল। পুলিশের ভয় দেখিয়ে হীরালালের কাছ থেকে অনেক কথা বেরুল।

লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের এক সময় বিয়ের কথা হয়, কিন্তু কোন কারণে সে বিয়ে যায় ভেঙ্গে। অমরনাথের বিদ্যা-বুদ্ধি সবই ছিল। তিনি জগতে অনেক কিছুই

হয়ত কর্‌তে পার্ত্তেন। কিন্তু লবঙ্গলতার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার জন্য নিরাশ-প্রেমের দুর্ব্বিষহ-জ্বালা বুকে নিয়ে তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লেন। কাশীতে গোবিন্দবাবু বলে'1 এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হোল। সেখানে তিনি জান্‌তে পারলেন, রজনী গরীব নয়, তার বিষয় সম্পত্তি অপরে ভোগ দখল করছে। আর রাজচন্দ্রের কন্যা বলে পরিচিতা হলেও সে তার মেয়ে নয়। পরোপকারী অমরনাথ জীবনে একটা কাজ পেলেন! দরিদ্রা রজনীর বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার করে' দেওয়াই এখন তাঁর ব্রত হলো।

সুস্থ হয়ে অমরনাথ রজনীকে নিয়ে কল্‌কাতায় এলেন।

অমরনাথ তাঁর আত্মীয়ের সঙ্গে রজনী সম্বন্ধে অনেক কথাই বল্‌লেন। রজনী যে রাজচন্দ্রের কন্যা নয় সে কথাও জানালেন।

রাজচন্দ্রের কাছে অমরনাথ নিজে রজনীকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব তুল্‌লেন। রজনীর বিষয়-সম্পত্তি যে শচীন্দ্রেরা ভোগ দখল করছেন সে কথাও জানালেন।

এদিকে রামসদয়ের বিষয়-সম্পত্তি রজনীর হাতে যায়! তিনি প্রমাদ গণলেন। এক উপায়, শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ। কিন্তু অমরনাথ যে রজনীকে বিবাহ কর্‌তে

স্থির সংকল্প ! লবঙ্গলতা সমস্ত অবস্থা বুঝে প্রতিজ্ঞা করলেন—তিনি যদি কায়েতের মেয়ে হন, তবে শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিয়ে দেবেন-ই দেবেন।

শচীন্দ্র রজনীকে মনে মনে ভালবেসেছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নেই ! অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করবেন একপ্রকার স্থির। ভেবে ভেবে শচীন্দ্র অসুখে পড়লেন।

এদিকে লবঙ্গলতা ছুটে গেলেন রজনীর কাছে। রজনী তাঁকে বিষয় দান করতে চাইলো। লবঙ্গ বল্‌লেন,—বিষয় আমি নোব, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমার ছেলে শচীন্দ্রকে তোমাকে দোব। রজনীর চোখ ছল ছল করে উঠ্‌ল। সে তখন সব কথা লবঙ্গকে খুলে বল্‌লে। সে শুধু শচীন্দ্রের জন্তেই গঙ্গার জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সে কি করবে ? এখন তাকে অমরনাথকে বিয়ে কর্ত্তেই হবে। শচীন্দ্র তখন বিকার-অবস্থায় রজনীকে ডাকছে,—ধীরে রজনী—ধীরে—

লবঙ্গের সঙ্গে অমরনাথের দেখা হলো। বাল্য-প্রণয়ের স্মৃতি অমরনাথের চিত্তকে আকুল করে' তুল্‌ল। লবঙ্গ বল্‌লে,—তুমি আমার একটী কথা রাখো, রজনীকে বিয়ে কোরো না। অমরনাথ চুপ করে রইলেন।

শচীন্দ্র যখন রজনীর জন্ত উন্মাদপ্রায়, রোগ আয়ত্তের বাইরে গেছে,—তখন লবঙ্গ রজনীকে শচীন্দ্রের কাছে ডেকে পাঠালে। ···রজনী শচীন্দ্রের কাছে এল। শচীন্দ্র বল্‌লে—রজনী, তুমি চলে যেওনা, অনেকদিন তোমাকে দেখিনি। রজনীকে শচীন্দ্র দু'হাতে জড়িয়ে ধর্‌লে।

বাড়ী ফিরে এসে রজনী খুব কাঁদ্‌লে। অমরনাথ যখন জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পারলেন,—রজনীর মন শচীন্দ্রের কাছে বিক্রীত, তখন অমরনাথের বুক ভেঙ্গে গেল! এ জগতে তাঁর গভীর ভালবাসা কেউ বুঝলে না। একদিন লবঙ্গ বোঝে নি, আজ রজনীও বুঝলে না! অমরনাথ লবঙ্গের কাছে ছুটে গেলেন। সব কথা শুনে বল্‌লেন—শচীন্দ্র রজনীর, রজনী শচীন্দ্রের, মাঝখানে আমি কে লবঙ্গ? আমাকে ভবের হাট থেকে দোকান-পাট ওঠাতে হোল। অমরনাথ শচীন্দ্রের হাতে রজনীকে আর তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সঁপে দিয়ে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন।

লবঙ্গ তার কাছটিতে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন তুমি কোথায় যাবে? আমি যদি তোমাকে বারণ করি···?

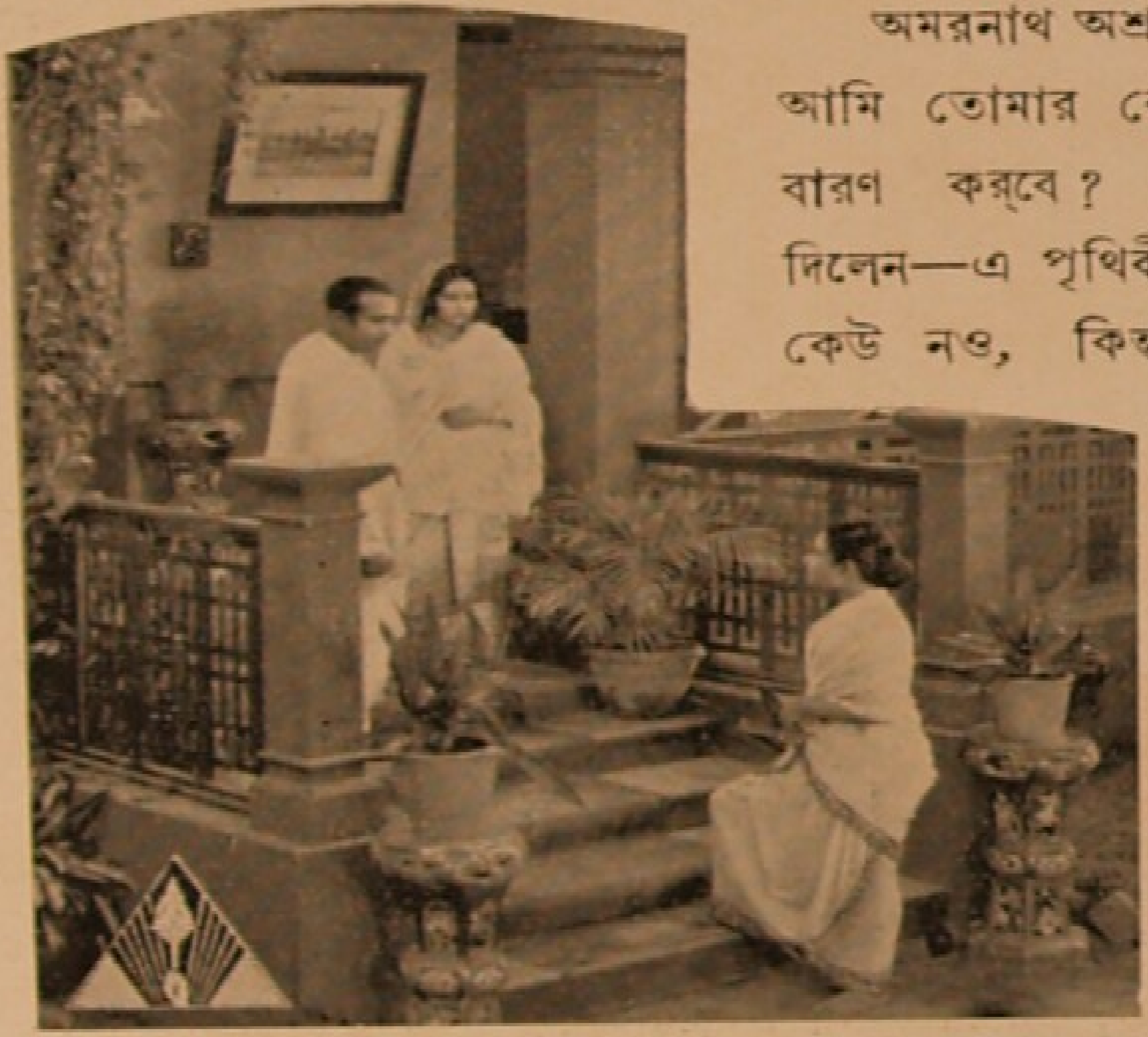

অমরনাথ অশ্রু-সজল চক্ষে প্রশ্ন কর্‌লেন—আমি তোমার কে লবঙ্গ, যে তুমি আমাকে বারণ কর্‌বে? লবঙ্গ ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—এ পৃথিবীতে ইহজন্মে তুমি আমার কেউ নও, কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে··· লবঙ্গ আর বলতে পারলেন না। অমরনাথ চির বিদায় নিলেন!

সর্ব্বত্যাগী-সন্ন্যাসী অমরনাথ আজ সংসারের কাছে—সমাজের কাছে—প্রিয়জনের কাছে বিদায় নিয়ে চলেছেন অনির্দ্দেশের পথে। পরকে সুখী কর্‌বার আনন্দে তখন তাঁর চিত্ত ভ'রে গেছে। তাঁর কানে ভেসে আস্‌ছে তখন এক বিদায় বাঁশীর তান।—জীবনের ছায়াহীন পথে এই সর্ব্বহারা সন্ন্যাসীর দৃষ্টি এগিয়ে চলেছে তখন এক বন্ধনহীন মুক্তির সন্ধানে!

রজনীর গান

[রচয়িতা—শ্রীকৃষ্ণধন দে এম্, এ]

(১)

ওরে আমার উদাসী মন।
কান্না-হাসির দোলায় দুলে
সাঁঝের বেলায় পেলি কি ধন ?
জীবন নদীর ওপার থেকে
আজ তোরে কে ফিরছে ডেকে
মোহের ঘোরে মায়ার ডোরে
দেখলি শুধু অলীক্ স্বপন।

—সত্যেন চক্রবর্ত্তী।

(২)

মন ডুবে যা অতল তলে।
ঢেউ দেখে তুই ডরিস না মন
ঢেউ কোথা তোর গভীর জলে ॥
জীবনটা তোর নয় রে মিছে
সুধার ধারা তাহার পিছে,
মরণ-বরণ করবি যদি (ওরে মন)
জীবন-বরণ কর তা হ'লে ॥

—রামচন্দ্র পাল।

(৩)

মালা হলো না গাঁথা
বসন্তের এই উদাস সুরে
ভিজে এলো আঁখি পাতা।
যে ফুল আজি ফাগুন বনে
কইলো কথা আমার সনে,
রাখব তারে মরম কোণে
কারো কাছে বলবো না তা॥

—শ্রীমতী চারুবালা।

(৪)

সে পরশ ভুলি কেমনে।
কে যেন কি কথা বলে চুপে চুপে স্বপনে॥
মধুর স্মৃতিটি তার মনে আসে বার বার
হৃদয় কাহারে চায় মিলনে।
যদি জীবনের তীরে সে পরশ পাই ফিরে
সকলি বিলাব তার চরণে॥

—শ্রীমতী চারুবালা।

ডুয়েট গান

(৫)

ইলা— বিয়ের সাধ ত ঘুচিয়েছি
আর কেন গো আশা মিছে।
বীরেন— কে চায় আবার করতে বিয়ে
এমন চাঁদপানা মুখ যে পেয়েছে॥

—বীরেন বল ও ইলা দাস।

(৬)

বিদায়! বিদায়!
বাতাস কাঁদে বাঁধন হারা
ডুব্‌ছে চন্দ্র, নিভছে তারা;
আঁধার পানে কিসের টানে,
ছোটে যে মন কোন্ পিপাসায়!
বিদায়! বিদায়!

মৃণালকান্তি ঘোষ।

প্রসিদ্ধ

বস্ত্র ও পোষাক

বিক্রেতা

ব্যানারম্যান এণ্ড কোং

৮০নং, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

হাতিবাগান মার্কেট :: কলিকাতা

ফোন
বড়বাজার
২৬৪৯

PRIMA FILMS LTD

All rights reserved by Prima Films Ltd., Printed and Published by G. B. Dey.
at the Oriental Printing Works, 18, Brindabun Bysack Street, Calcutta.
Selling agent B. Nan.